দর্শনার নেহালপুর ইউনিয়নে ধানের শীষ প্রতিকের নির্বাচনী পথসভা

চুয়াডাঙ্গা-২ নির্বাচনী এলাকার দর্শনা থানাধীন নেহালপুর ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে ধানের শীষ প্রতিকে ভোট চেয়ে নির্বাচনী পথসভা করেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)’র চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সংগ্রামী সভাপতি ও বিএনপি’র জাতীয় নির্বাহী কমিটির উপ-কোষাধ্যক্ষ চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের বিএনপি মনোনীত এমপি প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু।

গতকাল শনিবার বেলা ৩ টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ইউনিয়নের ৯ টি ওয়ার্ডের কোটালি, কেষ্টপুর বটতলা বাজার, ডিহি, হিজলগাড়ী, নেহালপুর, নেহালপুর পশ্চিমপাড়া, বোয়ালিয়া, কুন্দিপুর ও দোস্তে গ্রামে এসব নির্বাচনী পথসভা করেন।

স্ব-স্ব ওয়ার্ড কমিটির সভাপতির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পথসভা প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, বিগত দিনে চুয়াডাঙ্গা-২ নির্বাচনী এলাকায় কি হয়েছে সেটা আপনারা সবাই জানেন। আমি সে বিতর্কে যাব না। আগামী নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র মার্কা ধানের শীষ মার্কা। আপনারা সবাই ধানের শীষে ভোট দিবেন। কেন দিবেন? এই জন্য দিবেন, দেশ পরিচালনায় একমাত্র যোগ্যদল বিএনপি। আমাদের দলটি রাষ্টিয় ক্ষমতায় এবং বিরোধী দলে থেকেও রাষ্ট পরিচালনা করেছে। তাই রাষ্ট পরিচালনার ক্ষমতা একমাত্র বিএনপি’রই আছে।

মানুষের জীবযাত্রার মান উন্নয়ন এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য আপনারা অবশ্যই ধানের শীষের প্রতীকে ভোট দিবেন। আমি কোন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে পারব না। আমার সাধ্যের মধ্যে যতটুকু সম্ভব সেটুকু করার চেষ্টা করব। রাষ্টগঠণে তারেক রহমান ৩১ দফা ঘোষনা করেছেন। যেখানে ধর্ম নিয়ে বলা হয়েছে- ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার এই মূলনীতির ভিত্তিতে প্রত্যেক নাগরিকের নিজ ধর্ম পালনের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করা হয়েছে। জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংবিধানস্বীকৃত সকল অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। বিগত সময়ে সংখ্যালঘুদের মন্দির, বাড়িঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে

হামলা কিংবা স¤পত্তি দখলের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রæতি দিয়েছে বিএনপি।

তরুণদের নিয়ে বলা হয়েছে, তরুণ প্রজন্মের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে যুগোপযোগী জাতীয় যুবনীতি প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। শিক্ষিত বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত বেকার ভাতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। বেকারত্ব দূর করতে বহুমুখী ও বাস্তসম্মত কর্মসূচি গ্রহণ এবং তরুণদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে বাংলাদেশের বিপুল যুব জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনশীল সম্পদে রূপান্তরীত করার লক্ষ্য রয়েছে।

স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুষ্টি খাতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে যুবসমাজের সক্ষমতা বাড়ানো হবে। কৃষি নিয়ে বিএনপি’র ভাবনা হলো কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে ধান-গমসহ বিভিন্ন কৃষিপণ্যের সরকারি ক্রয়কেন্দ্র প্রতিটি ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

কৃষিজমির অহেতুক অকৃষি ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা হবে এবং কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের গবেষণা ও উন্নয়নে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। তিনি আরও বলেন, বিএনপি’র এই ৩১ দফা রূপরেখা কেবল সরকার পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি নয় বরং রাষ্ট্র পরিচালনার প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ দিক জুড়ে একটি ব্যাপক সংস্কার পরিকল্পনা। সংবিধান ও রাষ্ট্রের কাঠামোগত পরিবর্তন থেকে শুরু করে অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রযুক্তি প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়নের একটি খসড়া কর্মসূচি এখানে দেওয়া হয়েছে। এগুলোর উদ্দেশ্য হলো, বিএনপির ভাষায়, গুণগত পরিবর্তন এনে দেশে গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। তাই আপনাদের প্রতি আমার উদ্যাত্ত আহবান মিথ্যা অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না। এক দল অতীতে কি করে গেছে সেটা যেমন জানেন তেমনি আর একটি দল ক্ষমতায় আসার জন্য নানা ভাবে অপপ্রচার চালাচ্ছে। দল বা কোন মার্কার উপরে পরকালে ভাগ্য নির্ধারণ হবে না। এটা যারা বলছেন তারা আপনাদের সাথে মিথ্যা কথা বলছেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সাংগাঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিল্টন, দর্শনা থানা বিএনপি’র সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা খাজা আবুল হাসনাত, সাধারণ সম্পাদক সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আহম্মদ আলী, সিনিয়র সহসভাপতি সাবেক চেয়ারম্যান আকতার হোসেন, যুগ্নসাধারণ সম্পাদক খাইরুল ইসলাম যুদ্ধ,

সাংগাঠনিক সম্পাদক মহিদ জোযার্দ্দার, নেহালপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি ফরজ আলী, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, সহসভাপতি মাসুদ রানা, যুগ্নসাধারণ সম্পাদক আবুসালেহ মেম্বর, সাংগাঠনিক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম। দর্শনা থানা যুবদলের আহবায়ক জালাল উদ্দিন লিটন, সদস্য সচিব সাজদেুর রহমান মিলন, যুবদল নেতা হিজলগাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি মেহেদী হাসান মাষ্টার প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, বিএনপি নেতা জসিম উদ্দিন, জহুরুল ইসলাম, নুরননবী, ছানোয়ার হোসেন, জলিল উদ্দিন, আমজেদ হোসেনসহ ৯টি ওয়ার্ডের নেতাকর্মীরা।

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে বিএনপির সমাবেশ

৭ই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে বিএনপি এক বিশাল সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে।
আজ শনিবার বিকেলে শহীদ ড. শামসুজ্জোহা পার্কে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য, সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুণ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেঞ্জির, জেলা মহিলা দলের সভাপতি সাইয়েদাতুন নেসা নয়নসহ বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ। সমাবেশ শুরু হয় জাতীয় সংগীত ও দলীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাসুদ অরুণ বলেন, দলের নাম ভাঙিয়ে কেউ

চাঁদাবাজি করলে তাকে ছাড়া হবে না। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে ধানের শীষের পক্ষে কাজ করতে হবে। ধানের শীষ নিয়ে কাউকে ছিনিমিনি খেলতে দেওয়া হবে না। দেশে ষড়যন্ত্র চলছে আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। নির্বাচন নিয়ে কোনো ছিনিমিনি খেলা খেলতে দেব না। কেউ কেউ মুক্তিযোদ্ধার চেতনা নিয়ে ব্যবসা করছে, আবার কেউ ধর্মের নাম ভাঙিয়ে চলছে এদের থেকে সাবধান থাকতে হবে। মা-বোনদেরও সতর্ক থাকতে হবে।

গাংনীতে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বিএনপির র্যালি ও জনসভা

মেহেরপুরের গাংনীতে মহান জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে জনসভা ও বর্ণাঢ্য র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার বিকেলে বাঁশবাড়িয়া ফুটবল মাঠ থেকে গাংনী বাজার পর্যন্ত র্যালিটি অনুষ্ঠিত হয়।

র্যালি পরবর্তী আলোচনা সভায় উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজউদ্দীন কালুর সভাপতিত্বে এবং উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আবদান আহমেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

অন্তর্ভুক্ত প্রধান বক্তাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল ইসলাম মাস্টার, উপজেলা সাধারণ সম্পাদক আবদুল আওয়াল, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, পৌর সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলী এবং জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, জনগণের আশা,

আকাঙ্ক্ষা ও চাওয়া বুঝে কেন্দ্র ধানের শীষের মনোনয়ন পরিবর্তন করবে। তিনি কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে উদ্দেশ্য করে বলেন, গাংনীর মাটি আজ ধানের শীষের ঘাটি। এর প্রমাণ আজকের জনগণের উপস্থিতি। র্যালিতে নেতৃত্ব দেন জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

মেহেরপুরে বিএনপিতে মনোনয়ন নিয়ে কোন্দল প্রকাশ্যে

মেহেরপুরের দুই সংসদীয় আসন মেহেরপুর-১ ও মেহেরপুর-২ তে বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দল এখন প্রকাশ্যে। দলীয় প্রার্থী ঘোষণার পর থেকে দুই আসনেই বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করেছে, যার প্রভাব এখন প্রান্তিক পর্যায়ের নেতাকর্মীদের মধ্যেও পড়েছে।

মেহেরপুর-১ আসনে সাবেক সংসদ-সদস্য মাসুদ অরুণ এবং মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে সাবেক সংসদ-সদস্য আমজাদ হোসেনকে প্রাথমিক মনোনয়ন দেওয়ার পর থেকেই দুই আসনে ক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এর আগে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বৈঠকে স্থানীয় নেতারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন-যিনিই দলীয় মনোনয়ন পাবেন, সবাই ধানের শীষের পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবেন। কিন্তু দলীয় মনোনয়ন ঘোষণার পরই সেই অঙ্গীকার বাস্তবে রূপ নেয়নি।

গত বছরের ১৩ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয়ভাবে মেহেরপুর জেলা বিএনপিতে জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে আহ্বায়ক ও অ্যাড. কামরুল হাসানকে সদস্য সচিব করে কমিটি গঠনের পর থেকে বিরোধ শুরু হয়। মেহেরপুর সদর আসনে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান পক্ষ বুধবার রাতে বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা করে এবং গত বৃহস্পতিবার রাতে মহিলা দলের বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

বিক্ষোভে কামরুল হাসানসহ বক্তৃতা করেন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, পৌর বিএনপির সভাপতি লতিব বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক এহান উদ্দীন।

বিক্ষোভে দাবি করা হয়, মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা না করলে মেহেরপুর

আসনে বিএনপির পরাজয় নিশ্চিত। তারা প্রকাশ্যে দলের মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুণের বিরুদ্ধাচরণ করেন। মনোনয়ন পাওয়া মাসুদ অরুণ ইতোমধ্যেই ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ শুরু করেছেন। তার নেতৃত্বে কর্মীরা গ্রাম-গঞ্জে প্রচার চালাচ্ছেন। মাসুদ আরুণ বলেন, দলীয় মনোনয়ন না পাওয়াতে ক্ষোভ থাকতেই পারে। তবে ঠিক হয়ে যাবে। একই আসনে জামায়াতের প্রার্থী মাওলানা মুহা. তাজউদ্দিন নেতাকর্মীদের নিয়ে দলীয় প্রতীকের পক্ষে আগে থেকেই সক্রিয়। শহর ও উপজেলার বিভিন্ন স্থানে প্রতীক সংবলিত তার পোস্টার ও ব্যানারে দেওয়ালজুড়ে ছড়িয়েছে নির্বাচনি আমেজ।

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে মনোনয়ন পাওয়া সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন পক্ষের সঙ্গে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসদ মিল্টন পক্ষের বিরোধ চরম আকার ধারণ করেছে। মঙ্গলবার দুপক্ষের সংঘর্ষ, ধাওয়া- পালটাধাওয়া, অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটেছে। এই দ্বন্দ্বে শুধু শীর্ষপর্যায় নয়, তৃণমূল নেতাকর্মীরাও বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। অনেকে মাঠে কাজ বন্ধ রেখেছেন, কেউ কেউ নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের গাংনী কার্যালয়ে এক যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যৌথ সভায় বক্তৃতা করেন, উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল হক, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, জেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, জেলা মহিলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লাইলা আরজুমান বানু প্রমুখ। সভায় আমজাদ হোসেনকে দেওয়া দলীয় মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে আগামী ২০ দিন শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়।

গাংনী আসনে জামায়াতের প্রার্থী নাজমুল হুদাও প্রচারে ব্যস্ত সময় পার করছেন। ফলে আসনটিতে বিএনপি ও জামায়াতের দুই হেভিওয়েট প্রার্থীর প্রচারণা প্রতিদ্বন্দ্বিতার নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও র্যালি

ঐতিহাসিক ৭ই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র উদ্যোগে আলোচনা সভা ও বর্ণাঢ্য র্যালির আয়োজন করা হয়।

গতকাল শুক্রবার বিকেল ৪টার দিকে জেলা পরিষদ চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা। পরে সেখান থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সাহাজীপাড়ার মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি আনসার উল হক। প্রধান অতিথি ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, জিয়া পরিবার না থাকলে বাংলাদেশ কোনোদিন ভারতীয় আগ্রাসন থেকে মুক্ত থাকতে পারত না। আজ যে প্রাথমিক মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে আপনাদের জন্য একটি বড় সুসংবাদ আসবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আমিরুল ইসলাম এবং জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন, পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফি, এম.এ.কে খায়রুল বাশার, মীর ফারুক, জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ, ওমর ফারুক লিটন, পৌর বিএনপি’র সভাপতি আব্দুল লতিফ, জেলা বিএনপি’র সাবেক আইনবিষয়ক সম্পাদক আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, সদর উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম এবং জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু।

[redacted]

[redacted]

‎এসময় গাংনী উপজেলার বিএনপি’র অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে মহিলা দলের বিক্ষোভ মিছিল

মেহেরপুর-১ আসনের জন্য দলীয় মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে জাতীয়তাবাদী মহিলা দল, মেহেরপুর জেলা শাখা।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত আটটার দিকে জেলা বিএনপি’র কার্যালয় থেকে এ বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়।

জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহম্মেদ এর নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলে জেলা মহিলা দলের সহ-সভাপতি সাবিহা সুলতানা, জেলা বিএনপি’র মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা নাজমুন নাহার রিনা, ৪ নম্বর ওয়ার্ড পৌর বিএনপি’র সভাপতি সালমা খাতুন, আমঝুপি ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের মহিলা সদস্য মেরিনা খাতুন, মহিলা দল নেত্রী নবীনা মল্লিক, শিমু খাতুন, নাজু, পিয়ারী খাতুন, মুক্তা, রাকিবা, চায়না, কনা, জতি, লাবনীসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

সমাবেশে জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহম্মেদ বলেন, তৃণমূলের মতামত উপেক্ষা করে যারা মনোনয়ন দিয়েছে, তাদের সিদ্ধান্ত অবিলম্বে পুনর্বিবেচনা করতে হবে। মেহেরপুর-১ আসনের জনগণ যোগ্য ও জনপ্রিয় প্রার্থী চায়, দলীয় কোন্দল নয়। তিনি আরও বলেন, দলকে শক্তিশালী করতে হলে তৃণমূলের নেতাকর্মীদের মতামতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। অন্যথায় সংগঠনের ঐক্য বিনষ্ট হবে।

গাংনীতে মনোনয়ন বাতিলের দাবীতে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালনের ঘোষণা বিএনপি’র

মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনের দলীয় মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টার সময় মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের কার্যালয়ে এই যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যৌথ সভায় বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি রেজাউল হক, উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, জেলা বিএনপি’র সাংগাঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাংগাঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, জেলা মহিলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লাইলা আরজুমান বানু, উপজেলা বিএনপি’র নেত্রী ফরিদা পারভীন, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি রাশিদুল ইসলাম সোহাগ, মটমুড়া ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি হামিদুল হক, পৌর বিএনপি’র সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম, পৌর বিএনপি’র সাংগাঠনিক সম্পাদক সুমন এডাম, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল ইসলাম বিপ্লব, গাংনী উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি রিপন হোসেনসহ উপজেলা ও ইউনিয়ন বিএনপির নেতৃবৃন্দ।

যৌথসভায় বক্তারা বলেন, মেহেরপুর-২ আসনের বিএনপি’র দলীয় মনোনয়ন বাতিলের দাবীতে আগামী ২০ দিন শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি পালন করা হবে।

উল্লেখ্য, জেলা বিএনপি’র সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি’র মনোনয়ন না দেওয়ার পর থেকেই বিএনপির একাংশের নেতাকর্মী আন্দোলন শুরু করে। তারা মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে টায়ার জালিয়ে অবরোধ করে। পরের দিন সকালে জাভেদ মাসুদ মিল্টনের গ্রুপ ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন

দফায় দফায় সংঘর্ষ, অগ্নিসংযোগ ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটে।

মেহেরপুর-১ আসনেও বিএনপির মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবীতে বিক্ষোভ

সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণকে মনোনয়ন দেওয়ার প্রতিবাদে এবং মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে মেহেরপুর সদর উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সন্ধ্যায় জেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে মিছিলটি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

সেখানে বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মহাম্মদ, পৌর বিএনপির সভাপতি লতিফ বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. এহান উদ্দিন মানা। এসময় সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম।

সমাবেশে সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মহাম্মদ বলেন, কয়েক মাস আগে মেহেরপুর জেলা বিএনপির নতুন কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটিতে সাবেক এমপি মাসুদ অরুণকে শুধু সদস্য হিসেবে রাখা হয়, কোনো নেতৃত্ব বা গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হয়নি।

বর্তমান জেলা কমিটি বিভিন্ন ইউনিটে কমিটি গঠন করে সংগঠনকে নতুনভাবে সুসংগঠিত করেছে বলে নেতারা দাবি করেন। তবে কেন্দ্রীয়ভাবে ঘোষিত মনোনয়নে এই কমিটির তৃণমূল নেতাদের না নিয়ে সাবেক এমপি মাসুদ অরুণকে প্রার্থী করায় নেতাকর্মীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়।

তিনি আরও বলেন, তৃণমূলের মতামত উপেক্ষা করে একতরফাভাবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, যা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। সুসংগঠিত জেলা

কমিটিকে উপেক্ষা করে দলের ভবিষ্যৎকে ঝুঁকির মুখে ফেলা হয়েছে। বক্তারা কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবি জানান।

পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. এহান উদ্দিন মনা বলেন, মনোনয়ন পাওয়ার পর থেকে মাসুদ অরুনের নেতাকর্মীরা বিএনপির কর্মীদের হুমকি দিয়ে বেড়াচ্ছেন। মেহেরপুর জেলা বিএনপি অনেক শক্তিশালী এবং ঐক্যবদ্ধ এভাবে হুমকি দিয়ে লাভ হবে না। তিনি মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবি জানান।

এর আগে, বিএনপির মনোনয়ন ঘোষণার পরপরই মেহেরপুর-২ আসনের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ এবং পরদিনে উভয় পক্ষের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে উভয় পক্ষের দলীয় অফিস ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। এতে উভয় পক্ষের ১০ জন আহত হয়।

দুই দিনের ব্যবধানে জেলার দুই আসনেই মনোনয়ন ইস্যুতে বিএনপির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে রুপ নিয়েছে যা জেলার রাজনীতিতে নতুন উত্তেজনা তৈরি করেছে।

দামুড়হুদায় মহিলা দলের কর্মীসভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের উদ্যোগে এক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকেল ৪টার দিকে ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে তারিনীপুর গ্রামের ঈদগাহ মাঠ প্রাঙ্গণে এই কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ। প্রধান বক্তা ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী।

হাউলী ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি শমসের আলীর সভাপতিত্বে